পটলডাঙার টেনিদা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক

◆

টেনিদা আর ইয়েতি

পটলডাঙার টেনিদা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক

◆

টেনিদা আর ইয়েতি

ছবি: অরিজিৎ দত্তচৌধুরী

টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক

আচ্ছা বেরসিক তো !
তুই আজকাল ভারী ওস্তাদ হয়ে গেছিস দেখছি ।
বেশ, এখনই ডাক ওই আইসক্রিমওয়ালাকে ।
পয়সা কে দেবে ?
আচ্ছা, কাল সকালে তোমাকে শিশির দেখাব, মানে শিশিরদাকে ডেকে আনব ।
কে আবার ? তুই ! একটু আগেই তো একমন বরফের ফরমাশ করছিলি ।
একটু পরে .....
হ্যাঁচ্চো !
এই, হাঁচলি কেন ?
হাঁচি পেল, তাই !
পেল ? আমি শুতে যাব ভাবছি, ঠিক সেই সময়েই তুই হাঁচলি ?!

যদি একটা ভালমন্দ হয়ে যায়? এই যদি আমার শেষ শোয়া হয়? যদি শুয়েই আমি হার্টফেল করি?
অসম্ভব! পরীক্ষায় তুমি এত বেশি হার্ট-ফেল করেছ যে, সব ফেলপ্রুফ হয়ে গেছে।
ওঠো হে কম্বলরাম, গেট আপ!
আর পালাতে পারবে না কম্বলরাম, তোমার সব ওস্তাদি খতম।
কী খামোখা কম্বল-কম্বল চ্যাঁচাচ্ছেন?!
আমরা কী বলে... ইয়ে... এই শীতল সমীর-টমির সেবন করছি... এখন আমাদের ডিসটার্ব করবেন না।
ও, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি... এটা দেখছ?
পিস্তল!!
আলবত পিস্তল, আমার কাছেও আছে, ধাঁ করে গুলি ছোটে, আর যার গায়ে লাগে সে দুনিয়া থেকে কেটে পড়ে!
দেখুন, আপনারা ভীষণ ভুল করছেন, এ আমার বন্ধু প্যালা আর আমি হচ্ছি শ্রীমান টেনি, মানে....
... মানে কম্বলরাম! প্যালারামের বন্ধু কম্বল-রাম! রামে-রামে মিলে গেছে, যাকে বলে রামে এক, রামে দো!! হ্যা-হ্যা-হ্যা! কী বল ঘেঁচু?

কী হাসি-মশকরা করছ হে অবলাকান্ত, পুলিশ এসে পড়লেই কেলেঙ্কারী, ওদিকে সিন্ধুঘোটকে অপেক্ষা করছে।
কম্বলরাম, আর দেরি নয়, গাড়ি রেডিই রয়েছে।
দেখুন, বুঝতে পারছেন...
আমাদের আর বোঝাতে হবে না, সিন্ধুঘোটককেই সব বুঝিও।
বাঃ রে, আমাকে কেন? আমি তো কম্বলরাম নই!
না, তুমি কম্বলের দোস্ত কাঁথারাম! তোমাকে ছেড়ে দিই আর তুমি সোজা পুলিশে খবর দাও!! ও চালাকি চলবে না চাঁদ, চলো।
দেখুন, আপনারা যাকে-তাকে ভুল করে কম্বল-রাম ঠাউরে...
যাকে-তাকে?!
এমন খাঁড়ার মতো নাক, এমন চেহারা, কম্বলরাম ছাড়া আর কারও হয়?! বল ঘেঁটু?
আর, দয়া করে যদি পটল-ডাঙায় একটা খবর নেন..
শাট আপ ইয়োর পটলডাঙা-আলুডাঙা! আর একটা কথা বলেছ কি এক গুলিতে...

এবার ! পিস্তল তো কেড়ে নিয়েছি, আসে তোমার দফা নিকেশ করে ছাড়ব,
শাবাশ কম্বলরাম, তুমি বীর বটে ! তোমার বীরত্ব দেখে আমার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের পার্ট বলতে ইচ্ছা করছে আলেকজান্ডারের মতো,
" যাও বীর মুক্ত তুমি " !

কিন্তু সে আর হওয়ার জো নেই কারন আমরা সবাই এখন সিন্ধুঘোটকের আস্তানায়..
সাবধান, আমি এখনই গুলি ছুড়ব বলে দিচ্ছি..
থাম ছোকরা, বেশি বকিসনি আর গুলি ছুড়ে কাজ নেই
এখানে কুস্তি লড়ছে কারা?
তোমরা তো বেশ লোক! বুঝিয়েছিলে কম্বলরামটা এক নম্বরের ভিতু, এ তো আমাকেই প্যাঁচ কষিয়ে চিত করে ফেলল!
হুঁ, গোবর-টোবরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে মনে হচ্ছে যে, কী গন্ধ! ওয়াক!
হুঁশিয়ার, আমার হাতে কিন্তু পিস্তল!
পিস্তল! পিস্তল আবার কোথা থেকে এল?!
দুত্তোর! ভয় দেখাব বলে দুটো খেলনা পিস্তল কিনেছিলাম... ...
..তারই একটা কেড়ে নিয়ে তখন থেকে শাসিয়ে যাচ্ছে....
..এই যে কাঁথারাম, তোমারও গুলি ছোড়ার সাধ হয়েছে তো? তা হলে তোমাকে এটা প্রেজেন্ট করলাম, দু'টাকার ক্যাপ কিনে নিও আর সারাদিন বাড়ির কাক-টাক তাড়িও,
কই হে কম্বলরাম, গুলি ছুড়লে না?
এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কতক্ষন ভেরেন্ডা ভাজবে? সিন্ধুঘোটক তখন থেকে বসে, চলো শিগগির!

আর?
কে?
.... আমরা সবাই, মানে কম্বলরামসুদ্ধ চলে এসেছে!
এসে গেছে?

অলরাইট! ভেতরে চলে এসো।
আমি থাকতে পারব না স্যার, এই কম্বলরামটা আমাকে ল্যাং মেরে গোবরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।
তুমি একটা থার্ডক্লাস! আমার এখানে গোবর লাগিও না, যাও আগে চান করে এসো!
গেট আউট!
কে কম্বলরাম?
এইটে!
কম্বলরামের তো দাড়ি ছিল, অবশ্য কামিয়ে ফেলতে পারে....আর এই রোগা চিমটে খাড়া খাড়া কানওলাটা কে?
নাম জানি না স্যার, তবে কম্বলরামের দোস্ত যখন, কাঁথারাম হবে!
দেখুন স্যার, এরা তখন থেকে ভুল করে যাচ্ছে, আমি কম্বলরাম নই, আমি হচ্ছি টেনিশর্মা, আর এ...
ওহে অবলাকান্ত এরা কী বলে?!
বাজে কথা বলছে স্যার, এই কম্বলরামটা মহা খলিফা তখন থেকে আমাদের ভোগাচ্ছে, আপনিই দেখুন না স্যার, এমন চেহারা কম্বলরাম ছাড়া আর কারও হয়?
দাঁড়াও, কম্বলরামের নাকের পাশে যে কালো জড়ুলটা ছিল, সেটা কোথায়?
তাই তো! জড়ুলটা কোথায়?

আমি কি কম্বলরাম যে জড়ুলটা থাকবে?! এবার আপনিই বলুন তো ...
অবলাকান্ত, এটা কী হল?
আজ্ঞে ... অন্ধকার তো স্যার ...
... তাই ভাল করে দেখতে পারিনি ... কিন্তু আমার মনে হয় স্যার, এটাই কম্বলরাম! চালাকি করে জড়ুলটা কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে,
শাট আপ! জড়ুল কি একটা মার্বেল যে ফস করে লুকিয়ে ফেলবে!
স্যার, আমার একটা কথা বলার ছিল ...
বলে ফ্যালো, পাঁচকড়ি...
কম্বলরামকে আমি চিনি স্যার, রোজ আমরা একসঙ্গে খৈনি খাই, সে কলকাতায় নেই, আজ দুপুরেই দেশে গেছে ....
তবে এতক্ষণ বলিসনি কেন হতভাগা বুদ্ধু কোথাকার? আমরা খেটে মরলাম খামোখা!!
বলে কী হবে? আমার কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না ...
বনে চলে সিয়ারাম, পিছে লছমন ভাই ...
অর্ডার! অর্ডার! পাঁচকড়ি, নো সিংগিং নাউ! এখন কী করা যায়?
কিছুই করবার দরকার নেই স্যার, বেশ রাত হয়েছে ... আমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন না হলে বাড়িতে গিয়ে বকুনি খেতে হবে.
হুঁ!
প্ল্যান এসেছে! কম্বলরাম যখন নেই, তখন একে দিয়েই কাজ চালাতে হবে, নাকের নীচে একটা জড়ুল বসিয়ে দিলেই ব্যস!!

স্যার, আমাদের আর মিথ্যে হ্যারাস করবেন না, ভুল যখন বুঝেইছেন . . .
আচ্ছা ছোকরারা, তোমরা আমাদের কী ভেবেছ বলো দেখি? রাক্ষস? খুন করে খেয়ে ফেলব?
চেহারা দেখলে তো সেরকমই সন্দেহ হয়।
তাই ভাবছ?
আমরা কিছুই ভাবছি না স্যার, কিন্তু বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বড়দা আমার কান ধরে . .
হ্যাং ইয়োর বড়দা! তোমার কান দুটো এমনিতেই বেশ বেখাপ্পা, একটু ছাঁটাই করে দিলে নেহাত মন্দ হবে না . . . .
. . . ওসব বাজে কথা থাক। তোমাদের দিয়ে আজ রাতে একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাই। যদি সফল হই, তোমাদের খুশি করে রিওয়ার্ড দেব।
মহৎ উদ্দেশ্য! এইভাবে পথ থেকে পাকড়াও করে এনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে স্যার?!
চোপরও! এই বাড়ির পেছনে একটা পচা ডোবা আছে, তাতে কিলবিল করছে জোঁক, বেশি চালাকি করলে দু'জনকে আধঘন্টা তার মধ্যে চুবিয়ে রাখব!
না স্যার! জোঁক নয়! জোঁক নয়!
ওরা খুব বাজে জিনিস!!

তা হলে আমার প্রস্তাবে রাজি তো?
কী করতে হবে, আর?
বেশি কিছু নয়, শুধু একজনের পকেট থেকে একটা জিনিস তুলে আনতে হবে, আর সেটা কম্বলরাম ছাড়া কেউ পারবে না...
.. আর জিনিসটা হল একটা জার্মান সিলভারের কৌটো!
কী আছে তাতে? হিরে-মুক্তো?
ছিঃ, হিরে-মুক্তো কোথা থেকে আসবে? **অত সস্তা নাকি?**
তাহলে আর, কোনও গোপন বৈজ্ঞানিক ফরমুলা?
নাঃ! ওসব কিছু নয়, কৌটোয় কী আছে, জানো? **নস্যি!** এক নম্বরের কড়া নস্যি!!
আঁঃ! সেই কৌটোর জন্য..
শাট আপ! এর বেশি জানতে চেও না এখন! অবলা, এই নকল কম্বল-রামকে এবার নিয়ে যাও, কাঁথারামকেও ছেড়ো না!
চলো ব্রাদার, আর দেরি নয়।

আপনারা কী চান? মতলবটা কী আপনাদের?
সিন্ধুঘোটকের কাছ থেকে তো শুনলে! একটা নস্যির কৌটো পাচার করতে হবে....
কার নস্যির কৌটো?
বিজয়কুমার...
ফিল্মস্টার বিজয়কুমার?!
হ্যাঁ, এখন চুপচাপ বসে থাকো.
বিজয়কুমার কোথায় আছেন?
সময় হলেই জানতে পারবে.
কিন্তু তার পকেট মারতে কেন যাব? আমরা? আমরা ভাল ছেলে, কলেজে পড়ি, আমরা ওসব কাজ কোনও-দিন ক...
থামো কম্বলরাম!
বিজয়কুমারের খাস কাজের লোক হিসেবে তার পকেট থেকে রোজ পয়সা হাতাও না তুমি? নেহাত রান্নার হাতটা ভাল বলে তোমার চাকরিটা যায়নি ...
তুমি বলতে চাও এগুলো সব মিথ্যে কথা?!
কেন বারবার বাজে কথা বলছেন? আমি কম্বলরাম নই!!
এতক্ষণ ছিলে না, কিন্তু এখন আর সে কথা বলার জো নেই!
নাও, চলো এখন সিন্ধুঘোটকের কাছে.

এটা আবার কে? কোন পাগলা-গারদ থেকে ধরে আনলে?
স্যার, এটা কাঁথারাম ..
এটাকে সাজাতে গেলে কেন?
এমনি একটু হাতমকশো করছিলাম,
কম্বলরামটা খাসা হয়েছে, ... নিখুঁত!
কান ধরছেন কেন, স্যার?
কেন? অপমান হল নাকি?
ওহে, মজার কথা শুনেছ, কম্বলরামের অপমান হচ্ছে!
হাহা হা হাহা
হ্যাহ্যাহ্যা হ্যাহ
হোহো হো হো
আর সময় নষ্ট করে দরকার নেই, এবার ...
অ্যাকশন!!

এই ছোকরা, একেবারে স্পিকটি নট! চেঁচিয়েছিস কি অমুনি মরেছিস, এবার খেলনা পিস্তল নয় - সঙ্গে ছোরা আছে .....
দেখতে পাচ্ছ বাড়িটা ?
চলে যাও..ওই খানেই তোমাদের কাজ, যেমনটা বলা হয়েছে, ঠিক তেমনভাবে কৌটো লোপাট করে কাজ হাসিল করে বেরিয়ে আসবে ....
...কিন্তু স্টুডিওর মধ্যে গিয়ে কথা ফাঁস করলে দারুন বিপদে পড়বে। সিন্ধুঘোটকের নজরে পড়লে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত লুকিয়ে বাঁচতে পারে না, সেটা খেয়াল রেখো !
গেটের দরোয়ান কম্বলরামকে চেনে, তোমাকে বাধা দেবে না, একে ভাই বলে চালিয়ে ভেতরে দু'নম্বর ফ্লোরে যাবে বলবে ...
...তারপরে বিজয়কুমারের সঙ্গে কোনও ছুতোয় দেখা করে কাজ হাসিল করবে,
যদি ধরা পড়ে যাই ?
বলবে, পকেট মারিনি ...
...একটা পিঁপড়ে উঠেছে তাই ঝাড়ছিলুম !
যদি বিশ্বাস না করে ?

অভিমান দেখাবে, পা জড়িয়ে ধরবে, তখন কায়দা করে আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে নস্যির কৌটো হাতাবে,
মোট কথা, কৌটোটা চাই'ই চাই!!
টেনিদা, এই তো সুযোগ পালাবার
হুঁ!
কী হুঁ হুঁ করছ? চলো দৌড় মারি..
এখন কুরুবকের মতো বকবক করিস না প্যালা, আমি ভাবছি।
কী ভাবছ? সত্যি সত্যি তুমি স্টুডিওতে ঢুকে বিজয়কুমারের পকেট মারবে নাকি?
শাটআপ! এখন আমনে পুঁদিচ্চেরি!
পন্ডিচেরি? এখানে পন্ডিচেরি পেলে কোথায়?
আঃ! পন্ডিচেরি নয়, আমি বলছিলুম ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো, বুদ্ধি করতে হবে....
কখন বুদ্ধি করবে? মুখে সাতরাজ্যের দাড়ি, কুটকুটুনিতে মারা যাচ্ছি, ওদিকে তুমি যাচ্ছ পকেট মারতে! ধরা পড়লে কিলিয়ে একেবারে কাঁটাল পাকিয়ে দেবে, এখন...
চোপরও!
সব আচ্ছা হ্যায়, ভাইয়া কম্বলরাম?
হাঁ, সব আচ্ছা হ্যায়,

তুমহারা সাথ ই পাগল কৌন হ্যায়?
ই হ্যায় হামার ছোটা ভাই কাঁথারাম!
কাঁথারাম?! রাম-রাম! রামজীনে দুনিয়ামে কিতনা অজীব চিজো-কো পয়দা কিয়া..
আচ্ছা চলা যাও অন্দরমে ... তুমহারা বাবু দো নম্বরমে হ্যায়।
বাঃ, বেশ মেকআপ হয়েছে তো, চমৎকার!
এক্সট্রা বুঝি?
এই রে! ধরে ফেলেছে যে!!
হ্যাঁ, সার, এক্সট্রা!
এক্সট্রা তো বটেই! কম্বলরামের সঙ্গে কাঁথারাম ফাউ!!
তা এ কোন বইয়ের এক্সট্রা?
আজ্ঞে, জিওমেট্রির! থার্ড পার্টের!!
বিজয়কুমার তোমাকে মাথায় চড়িয়ে রেখেছেন, তুমি যদি আমার কাজের লোক হতে আমি পিটিয়ে স্রেফ তক্তপোশ করে দিতুম।
টেনিদা, কী হচ্ছে এসব?
এই তো সবে রগড় জমতে শুরু করেছে। চল এবার এগনো যাক।
টেনিদা ওই যে বিজয়কুমার!

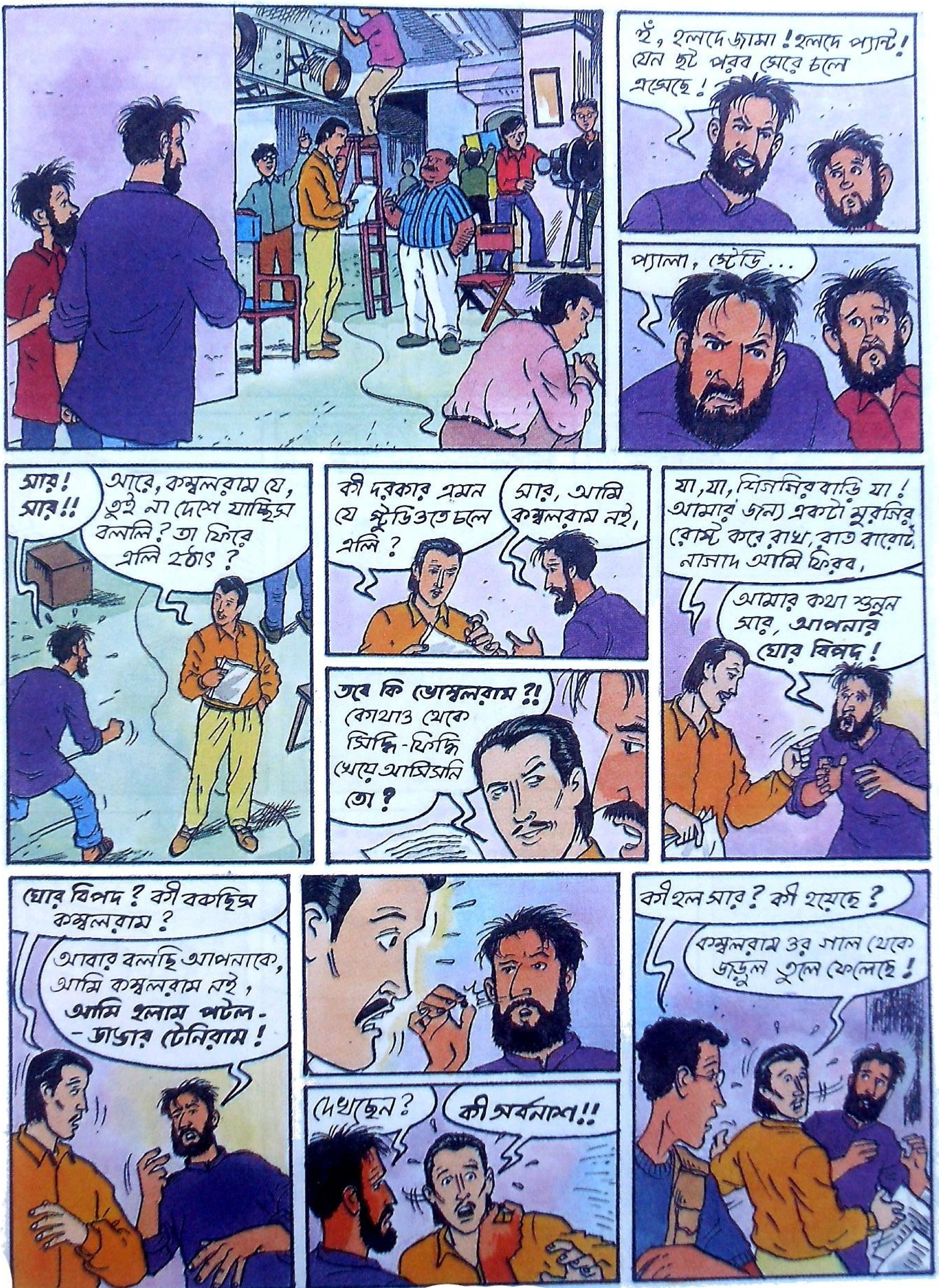
হুঁ, হলদে জামা! হলদে প্যান্ট! যেন ছট পরব সেরে চলে এসেছে!
প্যালা, ভেটকি...
স্যার! স্যার!!
আরে, কম্বলরাম যে, তুই না দেশে যাচ্ছিস বললি? তা ফিরে এলি হঠাৎ?
কী দরকার এমন যে স্টুডিওতে চলে এলি?
স্যার, আমি কম্বলরাম নই।
তবে কি ভোম্বলরাম?! কোথাও থেকে সিদ্ধি-ফিদ্ধি খেয়ে আসিসনি তো?
যা, যা, শিজনির বাড়ি যা! আমার জন্য একটা মুরগির রোস্ট করে রাখ, রাত বারোটা নাগাদ আমি ফিরব।
আমার কথা শুনুন স্যার, আপনার ঘোর বিপদ!
ঘোর বিপদ? কী বকছিস কম্বলরাম?
আবার বলছি আপনাকে, আমি কম্বলরাম নই, আমি হলাম পটল-ডাক্তার টেনিরাম!
দেখছেন?
কী সর্বনাশ!!
কী হল স্যার? কী হয়েছে?
কম্বলরাম ওর গাল থেকে জড়ুল তুলে ফেলেছে!

হোয়াট?! জড়ুল খুলে ফেলেছে? তাও আবার কম্বলরামের জড়ুল? ইমপসিবল!
অসম্ভব!!
এই লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম, আমি কম্বলরাম নই, লেপরাম, জাজিরাম, মশারিরাম, তোষকরাম, কোনও রামই নই, দুনিয়াসুদ্ধ লোক আমাকে এতদিন টেনিশর্মা বলেই জানে!
মাই গড!!
ওঃ! গেলুম, আমি গেলুম! খুন! পুলিশ! ডাকাত!!
অ্যাম্বুলেন্স!
ফায়ার ব্রিগেড!!
এং কগার সমিতি!!
তাহলে কম্বলরামের ছদ্মবেশ ধরার মানে কী? বুঝেছি!! আমাকে অপহরণ করবার মতলব!!
সাইলেন্স!
সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বিচলিত হবেন না, আমি ডাকাত নই, অত্যন্ত নিরীহ ভদ্রসন্তান, ... পুলিশ যদি ডাকতেই হয় তা হলে ডেকে সিন্ধুঘোটককে গ্রেফতার করবার জন্য ব্যবস্থা করুন, সেই আমাদের পাঠিয়েছে বিজয়কুমারের পকেট থেকে নস্যির কৌটো...
উঃ! গেলুম!!
প্যাক আপ! প্যাক আপ!!

যখনই শুনেছি সিন্ধুঘোটক তখনই জানি একটা কিছু কেলেঙ্কারী আজ হবে, কিন্তু প্যাকআপ চলবে না, **আজ শুটিং হবেই!**
না, শুটিং হবে না!
ওঃ অমন নাম শোনার পর আমি কিছুতেই কাজ করব না আজ, আমার কন্ট্রাক্ট খারিজ করে দিন,
খারিজ মানে? খারিজ করলেই হল? পয়সা লাগে না, **না?!**
যেই শুনেছি সিন্ধুঘোটক, আমারও মাথায় খুন চেপে গেছে, এক থেকে দশ গোনার মধ্যে আপনি যদি ক্যামেরার সামনে গিয়ে না দাঁড়ান, সত্যি একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে!
কী?! আমাকে ভয় দেখানো! খুনোখুনি হয়ে যাবে!! **আয়!** চলে আয় এদিকে, এক ঘুসিতে তোর দাঁত উপড়ে দেব।
বটে! দাঁত উপড়ে দেবে, আমাকে তুই তোকারি!!
ইঃ, ফিল্মস্টার হয়েছেন! **তারকা!** যদি এক চড়ে তোকে জোনাকি বানিয়ে না দিতে পারি....
উঃ! গেলুম!
চোর!
ডাকাত!
খুন!
অ্যাম্বুলেন্স!
প্যালা, এবার কুইক!

ভগবান আছেন প্যালা, আর আমাদের পায় কে!
সর্দারজি, এ সর্দারজি...
কেয়া হুয়া?
তা হলে সত্যিই সিন্ধুঘোটকের হাত থেকে বেঁচে গেলুম আমরা!
তাই তো মনে হচ্ছে।
পটলডাঙা যায়েগা, জলদি!
কিন্তু ব্যাপারটা কী, টেনিদা?
..হঠাৎ মোটা লোকটা অত চটে গেল কেন আর নস্যির কৌটো শুনে বিজয়কুমার..
..চুলোয় যাক! পড়ে মরুক সিন্ধুঘোটক আর যমের বাড়ি যাক তোর বিজয়কুমার, এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি...
সর্দারজি কটা বাজে?
দশটা!
মাত্র পাঁচ ঘন্টা! পাঁচঘন্টার মধ্যে একেবারে রহস্যের খাসমহল!

সর্দারজি, কিতনা হুয়া?
পয়সা লাগবে না, বাড়ি চলে যাও।
সে কী?
হাহাহাহাহাহা!
ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস!!
চিনতে পারছ?
সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম, মানে বেশ উপদেশপূর্ণ ইংরেজি সিনেমা, এইসব বলে-টলে বাড়ির পিটুনির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই হেঁয়ালি হয়ে থেকে গেল, সেই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে-খুঁজতে দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল ....
পরদিন সকালে ...

ভুবন নামেতে ব্যাদড়া বালক তার ছিল এক মাসি
আহা, ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না, সে মাসি সর্বনাশী
শেষে কলাচুরি মুলোচুরি করে বাড়ে ভুবনের আশকারা
চোর হতে পাকা ডাকাত হল সে ব্যবসা মানুষ মারা...
এই প্যালা কী হচ্ছে এই সকালবেলায়?
গান গাইছি মেজদা!
এর নাম গান?!
এ তো একসঙ্গে স্টেনগান, ব্রেনগান অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট গান, মানে স্বর্গে মা সরস্বতীর গায়ে গিয়েও গোলা লাগবে!
তুমি তো ডাক্তার, গানের কী জানো? এর শেষটা যদি শোনো আরও করুণ...
ধরা পড়ে গেল, বিচার হইল, ভুবনের হবে ফাঁসি হাউ হাউ করে লাড্ডু মুড়ি বেঁধে ছুটে এল তার মাসি
আরে, খেলে যা কচুপোড়া!

মাথা ধরিয়ে দিলি তো!! লেখা নেই, পড়া নেই, বসে-বসে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছে!
বারে, এই তো ছুটি পড়ল, এখনই পড়ব?
তবে বেরো! রাস্তায় গিয়ে চ্যাঁচা!
আসছে
আপদে বিপদে
আসছে
আপ
বিপ
প্যালা, কুইক-কুইক! তোর কাছেই যাচ্ছিলুম . . .
সিন্ধুঘোটক!
অ্যাঁ? কোথায়?
চটপট চলে আয়,
আবার কী হল?

আমাদের বাড়িতে, বৈঠকখানায় বসে আছে।
দাঁড়া না, এখনই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? চলে আয় আমার সঙ্গে ...
পুলিশে খবর দিয়েছ?
কিছু দরকার নেই তুই আয় না!

এসো প্যালারাম, এসো, তোমার জন্যই বসে আছি।
আপনি... আপনি কে? মানে আসলে কে?
আমার নাম হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুরী...
মনোরমা ফিল্ম কোম্পানির নাম শুনেছ তো? আমিই তার মালিক।
কিন্তু কাল রাতে.. মানে যে সব কাণ্ড...
খুলে বললেই সবটা বুঝতে পারবে, বোসো, বলছি।
আসলে আমি একটা সিনেমা তৈরি করব ভেবে-ছিলাম .... যার নায়ক হিসেবে বিজয়কুমারকেই ভেবেছিলাম ...

কিন্তু বিজয়কুমার বলে বসলেন যে গজানন মাইতির "পথে পথে বিপদে" ছবির কাজ শেষ না করে কোনও অন্য সিনেমা করবেন না।
এই গজানন মাইতির সঙ্গে আবার আমার ঘোর শত্রুতা, তাই আমি ঠিক করলাম গজাননের শুটিং পন্ড করে দেব ....
..কিন্তু গজানন অত্যন্ত ঘুঘু লোক সে তার শুটিং-এ বাইরের লোক ঢোকা বন্ধ করার নিয়ম করে দিল, ফলে আমাকে ভাবতে বসতে হল ...
ভেবে দেখলাম একমাত্র কম্বলরাম অর্থাৎ বিজয়কুমারের খাস কাজের লোকই সেখানে বিনা বাধায় ঢুকে যেতে পারবে।
.কিন্তু সত্যিকারের কম্বলরামের বদলে আমার লোকেরা তুলে আনল তোমাদের।
সেমুহূর্তে আর অন্য কিছু ভাবার উপায় ছিল না, কারণ তার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই গজানন মাইতির ছবির প্রথম শুটিং শুরু হয়ে যেত, আর সেটা হলে আমার বড় ক্ষতি হয়ে যেত...
..তাই তোমাদের বাধ্য হয়েই ব্যবহার করতে হয়েছিল ...
কিন্তু বিজয়কুমারের নস্যির কৌটোর মানে কী?
আর আপনারই বা সিন্ধুঘোটকে সাজবার কী দরকার ছিল?
দরকার ছিল .... আসলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই একটা নাটক, কিছু নাম তোমাদের দেখানো শোনানো হয়েছে ...
...বিজয়কুমার ছেলেবেলায় নস্যি নিতেন, একদিন স্কুলে এর জন্য বেদম মার খেয়েছিলেন, সেই থেকে নস্যির নাম শুনলেই উনি খেপে যান ....

পরে ফিল্মে ঢুকেও বিজয়-কুমার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে শুটিংয়ের সময় কেউ নস্যি নিলে বা নস্যির নাম উচ্চারণ করলেও উনি তক্ষুনি স্টুডিও থেকে চলে যাবেন ...
..আর লোকে আড়ালে গজাননকে সিন্ধুঘোটক বলে, গজানন তা বিলক্ষণ জানে, ওর ধারনা কথাটা অপয়া..
...শুটিংয়ের সময় কানে গেলে কিছু একটা কেলেঙ্কারী হবেই...
...শুটিং পন্ড করার যাবতীয় উপাদান তোমাদের মাথায় ভরে দিয়েছিলাম, বাকিটা বলতে পারো তোমরা তোমাদের মতো ভাবে করেছ।
এর জন্য এত কান্ড করলেন?
যদি গজাননবাবু আমাদের ধরে ঠেঙিয়ে দিতেন, তা হলে?
তা হলে আমিই তোমাদের হাস-পাতালে পাঠাতাম, সেসব ব্যবস্থা করাই ছিল।
যাকগে, সবকিছু ভালয় ভালয় মিটে গেছে।
আজ সকালে নিজে থেকে এসে বিজয়কুমার আমার সঙ্গে ছবির কন্ট্রাক্ট সই করে গেছেন।
কিন্তু আপনি আমাদের ঠিকানা জানলেন কী করে?
কাল অবলাকান্ত তোমাকে রাস্তার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেল না?
আর পটলডাঙার টেনিশর্মা তো বিখ্যাত মানুষ!
কথা দিয়েছিলাম যে কাজ সফল হলে পুরস্কার দেব ...
..যতই হোক আমারই জন্য তোমাদেরকে এরকম বিপদে পড়তে হয়েছিল।
এই দুটো প্যাকেট তোমাদের জন্য, পরে খুলে দেখো।

আমাদের একদিন সিনেমার শুটিং দেখাবেন?
নিশ্চয়ই!
যেদিন ভাল শুটিং হবে সেদিন আগে থেকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাব...
..চাও তো জনতার দৃশ্যে নামিয়েও দিতে পারি..
...তবে সেখানে গিয়ে যেন নম্রির ফোটো-ফোটো তোলো না আবার!
পাগল! আর বলে!!
ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস!!
ইয়াক! ইয়াক!
(সমাপ্ত)

টেনিদা আর ইয়েতি

হ, তুই কইলেই বোগাস হইব! হিমালয়ের একটা মঠে ইয়েতির চামড়া রাইখ্যা দিছে, জানস তুই?
ওটা কোনও বড় বানরের চামড়াও হতে পারে.
অনেক সাহেব তো ইয়েতির কথা লেখছে ...
কিন্তু কেউই চোখে দেখেনি, যেমন সবাই ভূতের গল্প বলে, অথচ নিজের চোখে ভূত দেখেছে, এমন একটা লোককে খুঁজে বের কর দেখি!
কী নিয়ে তোরা তক্কো করছিলি র‍্যা?
ইয়েতি!
অ-ইয়েতি! তা তোরা ছেলেমানুষ, ওসব তোরা কী জানিস? আমাকে জিজ্ঞাসা কর।
ইস! কী আমার একখানা ঠাকুরদা আসছেন রে!
চোপরাও!! গুরুজনকে অচ্ছেদ্দা করবি তো একচড়ে তোর কান আমি ....
... কানপুরে পৌঁছে দেব,
ইয়া-ইয়া-কারেক্ট!

ইয়েতি? সেই যে কী বলে ... অ্যাব ..
অ্যাব.. অ্যাবো ...
.. অ্যাবো ..অ্যাবো ..
অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান!
মরুক সে, ইংরিজিটা বড্ড বাজে, ইয়েতিই ভাল ,
তোরা বলছিস নেই? আমি নিজের চোখে ইয়েতি দেখেছি।
তুমি!?!
অমন করে চমকালি কেন শুনি? আমি ইয়েতি দেখব না তো তুই দেখবি?
সেদিনও পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেতিস ...
তোর আস্পর্ধা তো কম নয়!!
না,না, প্যালা দেখব ক্যান? আমরা ভাবতাছিলাম, ইয়েতি তো দেখব প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা, তুমি ওইসব ভ্যাজালে আবার সেলা করে?
ঘনাদা! তিনি তো মহাপুরুষ! ইয়েতি কেন, তাঁর দাদামশাই--এর সঙ্গেও তিনি চা-বিস্কুট খেতে পারেন!!

... কিন্তু তাই বলে আমি একটা ইয়েতি দেখতে পাব না, এ কথার মানে কী?!
তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পারো, তোমারও অসাধ্য কাজ নেই! কিন্তু কবে দেখলে?
কোথায় দেখলে?
শুনতে চাস? তা হলে আমনের দোকান থেকে এক প্যাকেট চানাচুর নিয়ে আয়!
নিয়ে আয় না, কুইক!!
আমার কাছে পয়সা নেই।
তা হলে ক্যাবলাই দে, কুইক!
এই গরমের ছুটিতে একমাস আমি কোথায় ছিলুম বল দিকি?
গোবরডাঙায়, সেখানে পিসিমার বাড়িতে তুমি আম খেতে গিয়েছিলে।
ওটা তো তোদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য বলেছি, আমি গিয়েছিলুম হিমালয়ান এক্সপিডিশানে।
অ্যাঁ! সত্য কইতাছ?
আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি?
বালাই ষাট! তুমি মিথ্যে বলবে কেন? কোথায় গিয়েছিলে? এভারেস্টে উঠতে?
ছো-ছো! ও তো সবাই উঠছে, ডাল-ভাত হয়ে গেছে! আর কদিন পরে তো স্কুলের ছেলেমেয়েরা এভারেস্টের চুড়োয় বসে পিকনিক করবে...
... আমি গিয়েছিলুম আরও উঁচু চুড়োর খোঁজে!
আছে নাকি?

কিছুই বলা যায় না, হিমালয়ের কয়েকটা সাইড তো মেঘে-কুয়াশায় চিরকালের মতো অন্ধকার! এখনও সেসব জায়গার রহস্যই ভেদ হয়নি।
তুমি সেরকম কোনও চুড়ো খুঁজে পেয়েছ, টেনিদা?
থাম ইডিয়ট! তা হলে তো কাগজে কাগজে আমার ছবিই দেখতে পেতিস, আমি কি তবে তোদের ওই সিটি-কলেজের ক্লাসে বসে থাকতুম আর প্রক্সি দিতুম?!
কবে আমাকে মাথায় তুলে সবাই দিল্লিটিল্লি নিয়ে যেত!
...আমি কী বলে... একটা 'পদ্মবিভীষন' হয়ে যেতুম।
উঁহু, 'পদ্মবিভূষন'!
একই কথা! চুপ কর, এখন ডিসটার্ব করিসনি!
এক্সপিডিশনে তো গেলুম, চলছিল সব ঠিকঠাকই, কিন্তু হঠাৎ, সেই যে কী বলে পাহাড়ের তুষারঝড়...
ব্লিজার্ড!
হ্যাঁ, এমন ব্লিজার্ড শুরু হল যে শেরপা-টেরপা সব গেল পালিয়ে ...
আমি আর কী করি, খুব মন খারাপ করে চলে এলুম কালিম্পঙে
সেখানে গিয়ে উঠলুম সোজা হরেকেষ্ট বাবুর ওখানে, আমার কুট্টিমামার ভায়রাভাই!

হরেকেষ্টবাবু ওখানে ডাক্তারি করেন, একাই থাকেন বলতে গেলে, আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন.
আরে, টেনি যে!
এক মিনিট, তা হলে ইয়েতি দেখলে কোথায়? সেই ব্লিজার্ডের ভেতর?
উঁহু, কালিম্পঙে!
কী?!
কালিম্পঙে ইয়েতি! চাল মারনের জায়গা পাও নাই?!
আমি যাই নাই কালিম্পঙে? সেইখানে ইয়েতি?! তাইলে তো আমাগো পটলডাঙায়ও ইয়েতি লাইমা আসতে পারে!
পারে! অসম্ভব নয়!
অ্যাঁ!!
হ্যাঁ, পারে, ওরা ইনভিজিবল মানে প্রায়ই অদৃশ্য থাকে, তাই লোকে ওদের পায়ের ছাপ দেখে, কিন্তু ওদের দেখতে পায় না...
যেখানে যখন খুশি ওরা যেতে পারে, আবার ইচ্ছা করলেই রূপ ধরতে পারে, কিন্তু সে রূপ না দেখলেই ভাল.
আমি কালিম্পঙে দেখেছিলুম, আর দেখতে চাই না.
কিন্তু ওখানে ইয়েতি এল কী করে?
ইয়েতি কোথায় নেই, কে জানে! হয়তো..
... হয়তো এই যে আমরা কথা বলছি...
.. ঠিক এখনই আমাদের পিছনে একটা অদৃশ্য ইয়েতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে.

উঁহু, ইচ্ছে করে দেখা না দিলে কিছুতেই দেখতে পাবি না,
ও কি এত সহজেই হয় রে বোকার দল? ওর জন্য আলাদা কপাল থাকা চাই।
তোমার সেই কপাল আছে বুঝি?
আলবত!
কালিম্পঙেই ইয়েতি দ্যাখলা তুমি?
দেখলুম বইকি!
রেস্তরাঁয় বসে ইয়েতিটা বুঝি চা খাচ্ছিল?
নাকি বেড়াতে গিয়েছিল চিত্রভানুর ওদিকটায়?
ইয়ার্কি হচ্ছে? ইয়েতি তোর ইয়ার্কির পাত্তর?!
ছাড়ান দাও, পোলাপান!
পোলাপান? ওটাকে জলপান করে ফেলা উচিত! ফের যদি কুরুবকের মতো বকবক করবি ক্যাবলা, তা হলে এক ঘুসিতে তোর চশমা--সুদ্ধ নাক আমি ...
... নাসিকে উড়িয়ে দেব!
ইয়া! একদম কারেক্ট!!

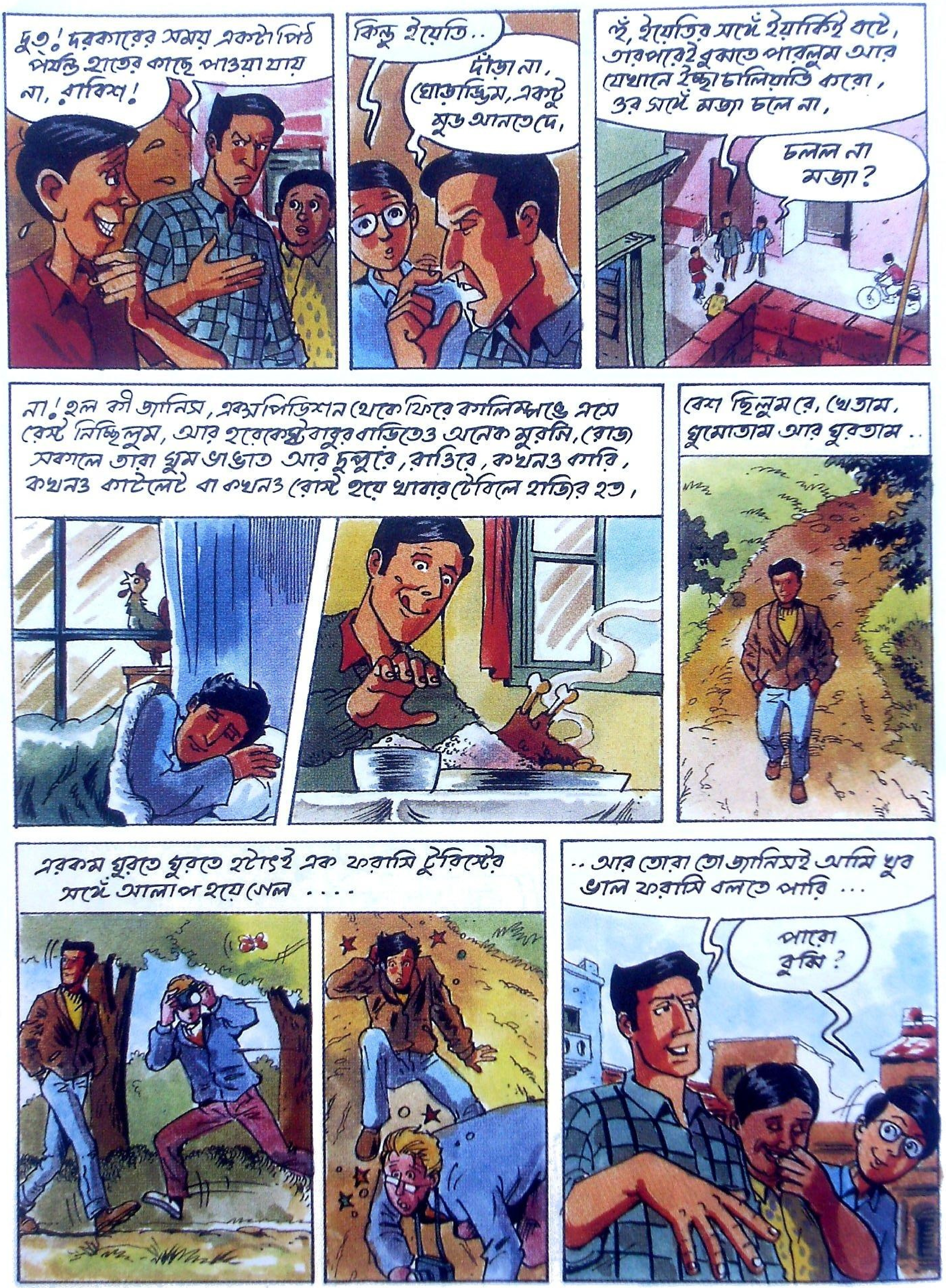

দুত্‌! দরকারের সময় একটা পিঠ পর্যন্ত হাতের কাছে পাওয়া যায় না, রাবিশ!
কিন্তু ইয়েতি..
দাঁড়া না, ঘোড়াড্ডিম, একটু মুড আনতে দে,
হুঁ, ইয়েতির সঙ্গে ইয়ার্কিই বটে, তারপরেই বুঝতে পারলুম আর যেখানে ইচ্ছা চালিয়াতি করো, ওর সঙ্গে মজা চলে না,
চলল না মজা?
না! হল কী জানিস, এক্সপিডিশন থেকে ফিরে কালিম্পঙে এসে রেস্ট নিচ্ছিলুম, আর হরেকেষ্টবাবুর বাড়িতেও অনেক মুরগি, রোজ সকালে তারা ঘুম ভাঙাত আর দুপুরে, রাত্তিরে, কখনও কারি, কখনও কাটলেট বা কখনও রোস্ট হয়ে খাবার টেবিলে হাজির হত,
বেশ ছিলুম রে, খেতাম, ঘুমোতাম আর ঘুরতাম ..
এরকম ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই এক ফরাসি টুরিস্টের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ....
.. আর তোরা তো জানিসই আমি খুব ভাল ফরাসি বলতে পারি ...
পারো বুঝি?

পারি না? ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস-ইয়াক-ইয়াক, তা হলে কোন ভাষা?
যথার্থ, তুমি কইয়া যাও,
আলাপ তো হল, কিন্তু এসব টুরিস্টদের ব্যাপার কী জানিস তো? সবকিছুতেই ওদের ভীষন কৌতূহল,
আচ্ছা মসিয়েঁ, ইন্ডিয়ানদের টিকি থাকে কেন?
তোমাদের কাকেদের রং এত কালো কেন?
তোমাদের দেবতা কি খুব ভয়ানক যে তোমরা 'হরিবল-হরিবল' চেঁচাও?
আচ্ছা, এ দেশের ছুঁচোরা কি শুয়োরের বংশধর?
আচ্ছা, মসিয়েঁ, তুমি তো হিমালয়াতে গিয়েছিলে, সেখানে ইয়েতি দেখেছ?

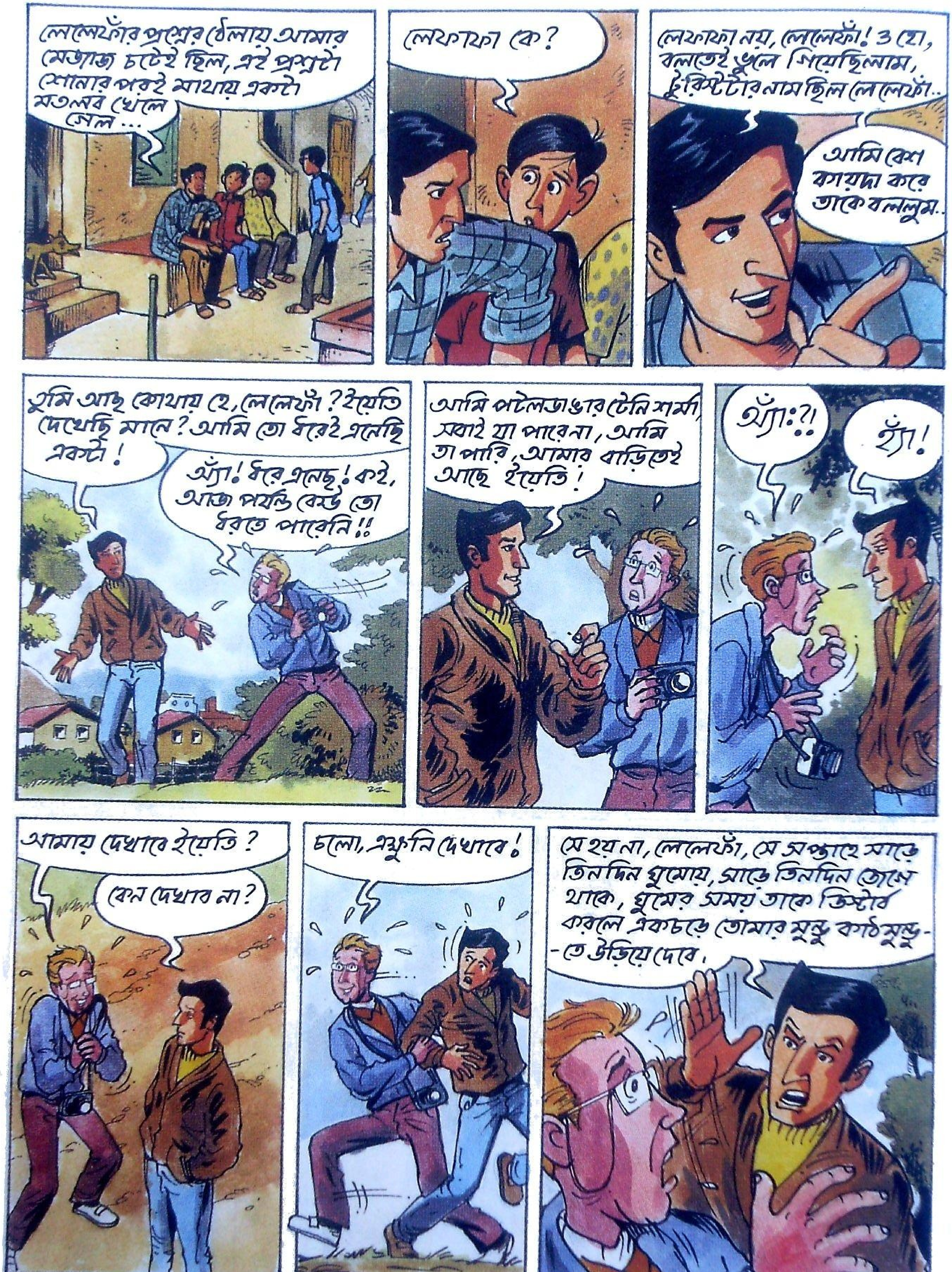
লেলেফঁার প্রশ্নের বেলায় আমার মেজাজ চটেই ছিল, এই প্রশ্নটা শোনার পরই মাথায় একটা মতলব খেলে গেল ...
লেফাফা কে?
লেফাফা নয়, লেলেফঁা! ও হো, বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম, টুরিস্টটার নাম ছিল লেলেফঁা..
আমি বেশ কায়দা করে তাকে বললুম..
তুমি আছ কোথায় হে, লেলেফঁা? ইয়েতি দেখেছি মানে? আমি তো ধরেই এনেছি একটা!
অ্যাঁ! ধরে এনেছ! কই, আজ পর্যন্ত কেউ তো ধরতে পারেনি!!
আমি পটলডাঙার টেনি শর্মা, সবাই যা পারে না, আমি তা পারি, আমার বাড়িতেই আছে ইয়েতি!
অ্যাঁ:?!
হ্যাঁ!
আমায় দেখাবে ইয়েতি?
কেন দেখাব না?
চলো, এক্ষুনি দেখাবে!
সে হয় না, লেলেফঁা, সে সপ্তাহে সাড়ে তিনদিন ঘুমোয়, সাড়ে তিনদিন জেগে থাকে, ঘুমের সময় তাকে ডিস্টার্ব করলে একচড়ে তোমার মুন্ডু কাঠমুন্ডু-তে উড়িয়ে দেবে.

কাল থেকে ইয়েতি ঘুমোচ্ছে, জাগবে পরশু বারোটার পর, তারপর খেয়েদেয়ে যখন চাঙা হবে, মানে তার মেজাজ বেশ খুশি থাকবে, তখন তোমাকে ইয়েতি দেখাব,
পরশু ঠিক তো?
একেবারে!
আমার ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি তুলতে পারব তো?
খবরদার, ও কাজটি কোরো না!
ইয়েতিরা ক্যামেরা একেবারে পছন্দ করে না, চাই কী, খ্যাঁচ করে তোমায় কামড়েই দেবে হয়তো...
...তখন হাইড্রো-ফোবিয়া হয়ে মারা পড়বে!
ইয়েতি কামড়ালে হাইড্রোফোবিয়া হয়?
হাইড্রোফোবিয়া তো ছেলেমানুষ, কালাজ্বর, পালাজ্বর, কলেরা, চাই কী, ইন্দ্রলুপ্ত, এমনকী সনন্ত ষভন্ত প্রত্যয় পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে!
সনন্ত ষভন্ত প্রত্যয় কী করে....
ইউ শাটাপ ক্যাবলা!! সব সময় টিকটিকির মতো টিকিসটিকিস করবিনি বলে দিচ্ছি...
হ্যাঁ, যা বলছিলুম, সব শুনে লেলেফাঁ ফরাসিতে বললে "মি ঘ্যং" মানে হে ঈশ্বর...
ফরাসিরা কি মি ঘ্যং বলে নাকি?
শাটাপ আই সে! ফের যদি তক্কো করবি, তা হলে এখনই দশ টাকার আলুর চপ আনতে হবে তোকে, যাকে বলে ফাইন!
মি ঘ্যং!!

থাক, আর তর্ক করব না. তুমি বলে যাও!
তবু তোকে পাঁচ টাকার আলুর চপ আনতেই হবে, তোর ফাইন!
যা, কুইক!
বেড়ে ভাজে লোকটা, যাকে বলে মেফিস্টোফিলিস!
কিন্তু ইয়েতি?
ইয়েস, ইয়েস! ইয়েতি! আমার মাথায় তখন তো একটা প্ল্যান খেলে গেছে!
হরেকেস্টবাবু রসিক মানুষ, রাজি হয়ে গেলেন,
প্ল্যানটা বেশ জম্পেশ, টেনি, তবে কাইলাকে লাগবে,
কাইলা কেডা?
ও একজন নেপালি ছেলে, হরেকেস্টবাবুর ডাক্তারখানাতেই চাকরি করত, ফুর্তিবাজ ছেলে, প্ল্যানটা শুনেই সে এককথায় রাজি,
যেমন ভাবা, তেমন কাজ, কাইলাকে সঙ্গে নিয়ে প্ল্যান মতো সব সাজাতে শুরু করলাম, হরেকেস্টবাবুর দোতলার ঘরে একটা কালো পরদা টাঙালুম ...

..একটা ডিমলাইট লাগানো হল, তার সঙ্গে একটা নকল খাঁচারও ব্যবস্থা করা হল ....
কিন্তু ইয়েতি..
ইউ শাটাপ, পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল! আরে কিসের ইয়েতি ?!
হরেকেষ্টবাবুর বাড়িতে মস্ত একটা ভালুকের চামড়া ছিল, প্ল্যান করে- -ছিলুম, কাইলা সেটা গায়ে পরবে আর বিচ্ছিরি একটা নেপালি মুখোশ এঁটে গোটা কয়েক লাফ দেবে ..
..চেঁচিয়ে বলবে দ্রাম-দ্রুম, ইয়াহু- -মিয়াহু! ব্যস, আর দেখতে হবে না, ওতেই মসিয়েঁ লেলেফাঁর দাঁত -কপাটি লেগে যাবে!
সব সেইভাবে ঠিক করা রইল। যথাসময়ে লেলেফাঁ এল ...
তাকে দেখেই বুঝতে পারছিলুম যে, তার বুক কাঁপছে।
মজা দেখবার জন্য হরেকেষ্ট- -বাবু বসেই ছিলেন ...
পরিবেশটাও মোটামুটি তৈরিই ছিল ...
আমি দড়ি ধরে কালো পরদাটা সরিয়ে দিলাম আর...
আর ??

দেখলাম এক ভয়ংকর দৃশ্য!
কাইলা হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান, আর সামনে দাঁড়িয়ে এক অমানবিক মূর্তি, ইয়েতি!
ইয়েতি দেখতে চাও, না?

তবে নকল দেখাবে কেন?
আসলকেই দ্যাখো!
হাহাহা
হা হা হা হা

হা হা
হা
কোরামিন !
কোরামিন !!...

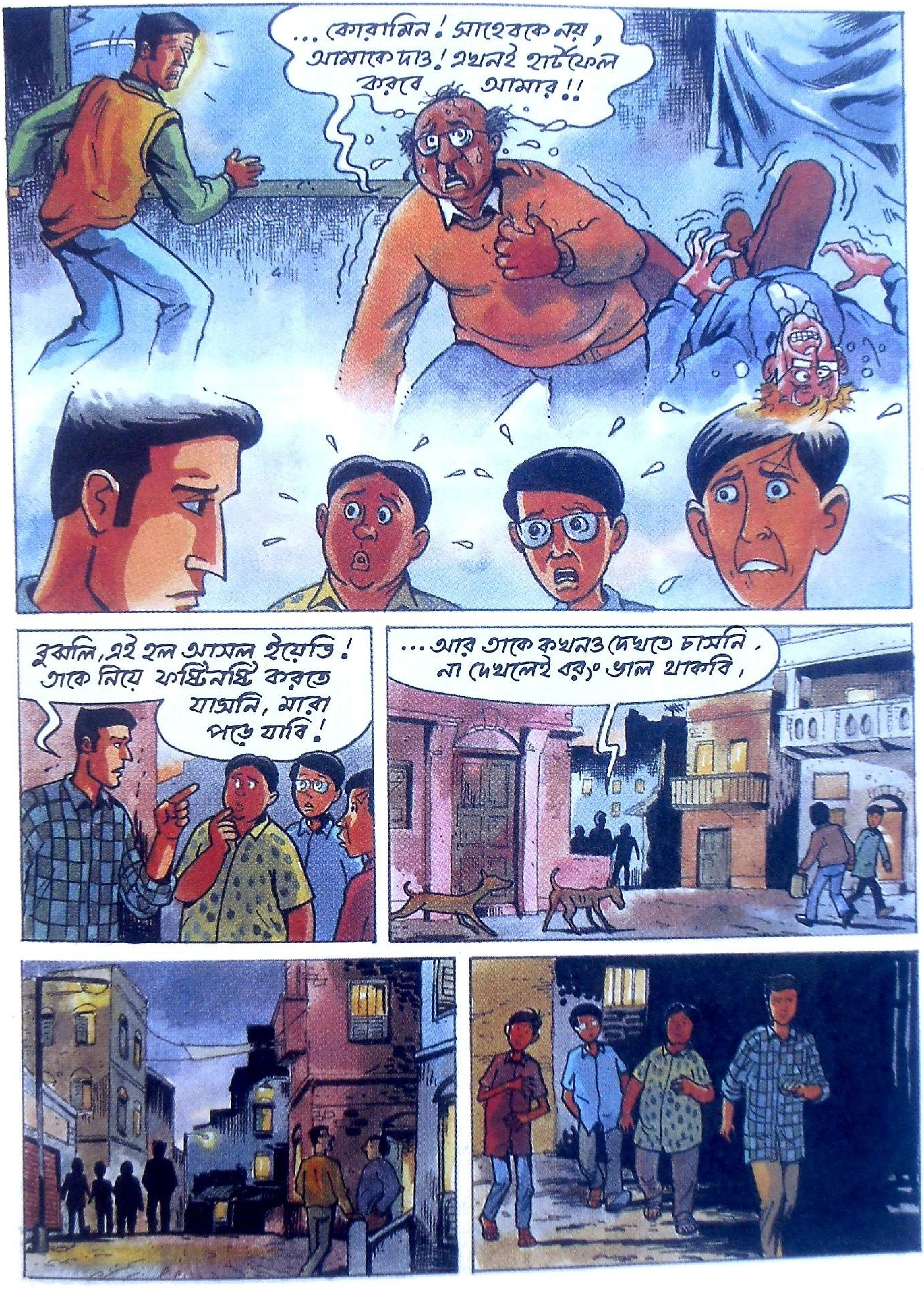
... কোরামিন! সাহেবকে নয়, আমাকে দাও! এখনই হার্টফেল করবে আমার!!
বুঝলি, এই হল আসল ইয়েতি! তাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে যাসনি, মারা পড়ে যাবি!
... আর তাকে কখনও দেখতে চাসনি. না দেখলেই বরং ভাল থাকবি,

ইয়েতি বাংলায় কথা বলল?
স্রেফ গুলপট্টি!!
গুলপট্টি?
জানিস ওরা অন্তর্যামীও?
বেশি যে বকবক করছিস..
..হয়তো এখনই একটা অদৃশ্য ইয়েতি তার সিংহের মতো থাবা তোর কাঁধের উপর বাড়িয়ে দিয়ে..
ওরে বাবা রে!!
স মা প্ত

প্রকাশিত হয়েছে

পটলডাঙার টেনিদা:

ঝাউবাংলোর রহস্য